Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/23/2026 3:19 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ২৩ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/23/2026 3:19 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ২৩ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

হরমুজ বন্ধে দেশে জ্বালানি সংকট, সংসদে স্বীকার মোদির

এবার হরমুজের আকাশে মার্কিন এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করল ইরান!

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'শম্পা'! সোশাল মিডিয়ার গুঞ্জনে সতর্কতা বিশেষজ্ঞদের

রাতারাতি শীর্ষ আধিকারিকদের বদল

'কমিশনের এক্তিয়ার' প্রশ্নে কোর্টে কল্যাণ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ একসঙ্গে এক ঝাঁক আধিকারিক অপসারণ। রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ পুলিশকর্তা থেকে সচিব স্তরের আমলাদের। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার জানিয়ে দেয়া হয় পরবর্তী শুনানি হবে সোমবার ।আজ তার শুনানি চলছে কোর্টে। ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের এই অতিসক্রিয়তা নিয়েই এবার প্রশ্ন উঠল কলকাতা হাই কোর্টে। এত অফিসারকে সরানো হলে রাজ্যে বড় কোনও বিপর্যয় ঘটলে তা সামলাবে কে, সেই দুশ্চিন্তাই এখন আদালতের চৌকাঠে। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে কমিশনের উদ্দেশ্য ও এক্তিয়ার নিয়ে কার্যত তোপ দাগলেন তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানি শুরু হতেই সওয়ালের সুর চড়ান কল্যাণ। তাঁর স্পষ্ট প্রশ্ন, 'রাতারাতি আধিকারিকদের অপসারণ করা হয়েছে।

মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সরিয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত দফতরের সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক?' দক্ষ অফিসারদের সরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে কমিশনের যুক্তি কী, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। কল্যাণের কথায়, 'জাভেদ শামিমের মতো দক্ষ অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এক মাস হল দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে সরানোর পিছনে কারণ কী?'

রাজ্যজুড়ে এই গণ-বদলির ফলে প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আইনজীবী। এজলাসে তিনি প্রশ্ন তোলেন, '১৩ জন পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ অফিসারকে কোনও দায়িত্ব দেয়নি। এই সব অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও বিপর্যয় হয়। কে সামলাবে?' কল্যাণের দাবি, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এমন নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। তাঁর হিসেবে, ইতিমধ্যে ৬৩ জন পুলিশ অফিসার এবং ১৬ জন আইএএস অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাকেও তিনি কমিশনের 'অযৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগ' বলে ব্যাখ্যা করেন। কল্যাণের সওয়াল, 'কমিশন কি ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে? এসআইআর শুরুর সময় থেকে কমিশন অফিসারদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। এসআইআরের সময় ওই অফিসারদের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি কমিশন। নির্বাচন ঘোষণার পরে তারা কেন হঠাৎ অপসারণ করছে? কী এমন হল?' কোর্টে বিরতির পর রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও কমিশনের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি জানান, ভোটার তালিকা প্রস্তুতের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের থেকে কেড়ে নিয়েছে। এখন কমিশনের মূল কাজ কেবল নির্বাচন পরিচালনা করা। প্রসঙ্গত,ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের রাত থেকেই নজিরবিহীন সক্রিয়তা দেখিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাদ যাননি মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান বা জলপাইগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জের ডিআইজি-রাও। কমিশনের যুক্তি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থেই এই রদবদল। কিন্তু শাসকদলের অভিযোগ, এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। এই ইস্যুতে প্রথম থেকেই সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি সরাসরি বিজেপি এবং কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি দিয়েছেন। সব মিলিয়ে, ভোটের আবহে আমলা বদলি ঘিরে আইনি লড়াই এখন তুঙ্গে।

জনসাধারণের প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি নয় চিংড়িঘাটা মেট্রো জটে 'সুপ্রিম' ধমক রাজ্যকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চিংড়িঘাটা মেট্রোর জট কাটাতে রাজ্যের আর্জিতে আমলই দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বরং কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে ধমক দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, হয় মামলা তুলে নিন, নয়তো খারিজ করে দেওয়া হবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পঞ্চোলীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, জনস্বার্থের প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই কাজ এগোবে এবং আদালতই সময় বেঁধে দিয়ে সেই কাজ করাবে। নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের অরেঞ্জ লাইনের কাজ থমকে রয়েছে চিংড়িঘাটার মাত্র ৩১৬ বর্গমিটার অংশের জন্য। সেখানে কাজ সারতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের

অনুমতি চেয়েছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রাজ্য নানা অজুহাতে সেই অনুমতি দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। কলকাতা হাইকোর্ট এ বিষয়ে রাজ্যকে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় নবান্ন। কিন্তু সেখানেও স্বস্তি মিলল না। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে রাজ্যের অবস্থান আদতে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত গাফিলতি। কেবল মাত্র উন্নয়ন আটকানোর লক্ষ্যেই এই 'জেদ' করা হচ্ছে।এদিন রাজ্যের আইনজীবীর যুক্তি শুনে প্রধান বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'কখনও বলছেন উৎসব চলছে, কখনও পরীক্ষা চলছে, এখন বলছেন নির্বাচন চলছে। সুযোগ দিচ্ছি, মামলা তুলে নিন। না হলে খারিজ করে দেব।' আদালতের মতে, জনস্বার্থের কাজে অসহযোগিতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। দীর্ঘদিনের টানাপড়েনে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।নির্মাণকারী সংস্থা জানিয়েছে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে কাজ শেষ করতে অন্তত ৯ মাস সময় লাগবে। হাইকোর্টের নির্দেশে মেট্রো ও রাজ্য প্রশাসনের একাধিক বৈঠক হলেও সমাধান অধরাই ছিল। কখনও বর্ষবরণ, কখনও গঙ্গাসাগর মেলা বা ভোটের অজুহাতে আটকে যাচ্ছিল ছাড়পত্র। তবে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের কড়া অবস্থানের পর রাজ্যের সামনে পিছু হটা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইল না। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, 'জনসাধারণের প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি করবেন না। হাই কোর্টের নির্দেশ মেনেই কাজ।

ফের আরজি করে রোগীর মৃত্যু, অব্যবস্থার অভিযোগ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আরজি করের ট্রমা কেয়ারে ফের অব্যবস্থার বলি রোগী। স্ট্রেচার না পেয়ে হেঁটে শৌচালয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল শ্বাসকষ্টের রোগী বিশ্বজিৎ সামন্তের। লিফট বিপর্যয়ে মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার এই ঘটনায় ফের কাঠগড়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে টালা থানা। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ বিশ্বজিৎকে দোতলায় শৌচালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেলেনি একটিও স্ট্রেচার। তাঁর পুত্র বিশাল বলেন, 'কাছাকাছি শৌচালয় নেই। বাইরে থেকে করিয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ডাক্তার। কেউ স্ট্রেচার দেননি।' কান্নায় ভেঙে পড়ে স্ত্রী ইলা সামন্তের প্রশ্ন, 'অসুস্থ মানুষকে কী করে বলে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে?' সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় ট্রমা কেয়ারে আরও শৌচালয়ের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অতীন ঘোষের দাবি, পরিকাঠামো নেই তা অবিশ্বাস্য, তবে বিষয়টি বৈঠকে আলোচিত হবে। দেড় বছর আগে চিকিৎসক খুন-ধর্ষণের ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু একের পর এক মৃত্যুতে স্পষ্ট, তিলোত্তমার আরজি কর তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

সোনার দামে স্বস্তি রেকর্ড পতন টাকার

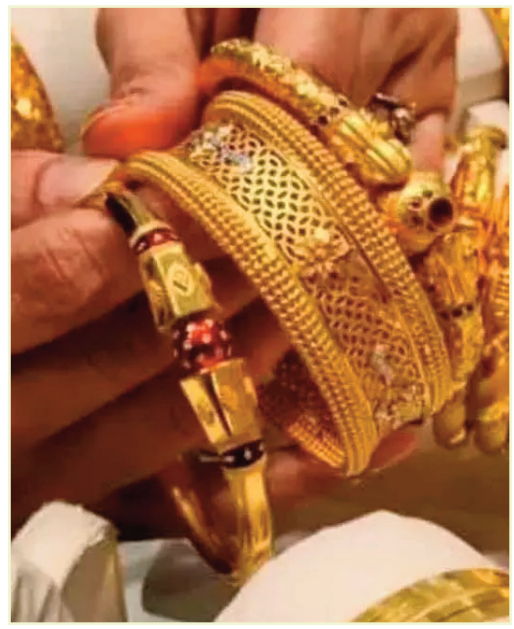

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে বিশ্ববাজারেবড়সড় পতন ঘটল সোনা ও রুপোর দামে। সোমবার এমসিএক্স-এ সোনার দাম ৫ শতাংশ কমে ১,৩৭,৩৭৭ টাকা হয়েছে। একধাক্কায় ১৩,৬০৬ টাকা সস্তা হয়ে প্রতি কেজি রুপো দাঁড়িয়েছে ২,১৩,১৬৬ টাকায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, 'সোনার দামে বিরাট পতন! ১৩০০০ টাকা সস্তা হল রুপো, মুখে হাসি মধ্যবিত্তের'। সিঙ্গাপুরের বাজারেও সোনা ও রুপো যথাক্রমে ৪, ৩৪৩ ডলার ও ৬৫.৬১ ডলারে নেমেছে। আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির জেরেই এই দর সংশোধন। লগ্নিকারীরা লোকসান সামাল দিতে সোনা বিক্রির পথে হাঁটছেন। তবে সোনার স্বস্তির মধ্যেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রা। মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ৯৩.৮৩-তে নেমে টাকার মূল্যে সর্বকালীন রেকর্ড পতন ঘটেছে। ইরান ও ইজরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে সেনসেক্স ও নিফটিও বর্তমানে নিম্নমুখী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/23/2026 3:19 PM Page 3

পৃথিবীর ওপরে গড়ে উঠছে নতুন ‘ডিজিটাল মহাসড়ক

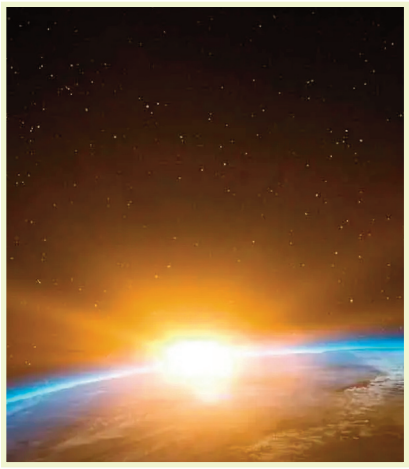

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর আকাশপথে দ্রুত তৈরি হচ্ছে এক নতুন বিশ্বের কাঠামো, যা ভবিষ্যতে ডেটা, যোগাযোগ এবং শক্তির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে লো আর্থ অরবিট পৃথিবী থেকে প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত মহাকাশের একটি স্তর, যা এখন আর শুধুমাত্র গবেষণার ক্ষেত্র নয়, বরং হয়ে উঠছে আধুনিক প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেমন পৃথিবীতে বন্দর, সাবমেরিন কেবল বা বিদ্যুৎ গ্রিড কৌশলগত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়, তেমনি ভবিষ্যতে মহাকাশে কক্ষপথে প্রবেশাধিকারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ইতিমধ্যেই বিনিয়োগে দেখা যাচ্ছে। ২০২৫ সালে এই খাতে বিনিয়োগ ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখ যোগ্যভাবে বেশি। স্যাটেলাইটের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল এর প্রযুক্তিগত সুবিধা। পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এই স্যাটেলাইটগুলি দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিশন, কম ল্যাটেন্সি এবং তুলনামূলক কম খরচে উৎক্ষেপণের সুবিধা দেয়। জিওস্টেশনারি অরবিটের স্যাটেলাইটের মতো স্থির না থেকে, স্যাটেলাইটগুলি একাধিক উপগ্রহের সমন্বয়ে কাজ করে, যার ফলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ সম্ভব হয়। এই খাতে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা স্পেস এক্স, যার স্টারলিঙ্ক প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ৯,৫০০-র বেশি স্যাটেলাইট মহাকাশে রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হাজার হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এমনকি মহাকাশে বিশাল ডেটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনাও করছে সংস্থাটি, যেখানে লক্ষাধিক স্যাটেলাইট যুক্ত থাকতে পারে। অন্যদিকে এই প্রকল্পে ৩,০০০-র বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে, পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪,৫০০ স্যাটেলাইটের অনুমোদনও পেয়েছে। গত ২০০৯ সাল থেকে মহাকাশ অর্থনীতিতে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, যার অর্ধেকেরও বেশি এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা মাত্র। তবে এই দ্রুত সম্প্রসারণ নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন জাতিসংঘের মহাকাশ আবর্জনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, মূলত ধীরগতির রাষ্ট্রনির্ভর প্রকল্পের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন বেসরকারি সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান আইনি কাঠামো এই দ্রুত পরিবর্তিত ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সামলাতে যথেষ্ট নয়। তাই ভবিষ্যতে একে কেন্দ্র করে নতুন নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করা জরুরি হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, পৃথিবীর উপরের এই নতুন ‘ডিজিটাল স্তর’ আগামী দিনের প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।

২০২৬-এ এল নিনো আসছে

২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ফের সক্রিয় হতে পারে এল নিনো;এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদদের একাংশ আরও সতর্ক করে বলছেন, পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এটি ‘গডজিলা’ ধরনের শক্তিশালী এল নিনোতেও পরিণত হতে পারে। ফলে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার ধরনে বড় পরিবর্তন আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এল নিনো মূলত একটি জলবায়ু ঘটনা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ফের সক্রিয় হতে পারে এল নিনো;এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদদের একাংশ আরও সতর্ক করে বলছেন, পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এটি ‘গডজিলা’ ধরনের শক্তিশালী এল নিনোতেও পরিণত হতে পারে। ফলে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার ধরনে বড় পরিবর্তন আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এল নিনো মূলত একটি জলবায়ু ঘটনা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এই উষ্ণতা বিশ্বের আবহাওয়ার প্যাটার্নকে বদলে দেয়। ২০২৩-২৪ সালের এল নিনো ইতিমধ্যেই বিশ্বে তাপপ্রবাহ, খরা এবং অস্বাভাবিক বৃষ্টির নজির তৈরি করেছিল। তাই ২০২৬-এর সম্ভাব্য এল নিনো নিয়ে আগাম উদ্বেগ বাড়ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এল নিনোর শক্তি নির্ভর করে সমুদ্রের তাপমাত্রা কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কতদিন তা স্থায়ী হচ্ছে তার ওপর। যদি তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেটিকে ‘স্ট্রং’ বা ‘সুপার’ এল নিনো বলা হয়;যাকে অনেকে ‘গডজিলা’ ইভেন্টও বলে থাকেন। ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১৫-১৬ সালের এল নিনো এমনই শক্তিশালী ছিল, যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এল নিনো বছরের সময় ভারতীয় বৃষ্টি বা মনসুন দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে বড় ধাক্কা লাগতে পারে, বিশেষ করে ধান, ডাল এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদনে প্রভাব পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দামও বাড়তে পারে, যা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, এল নিনোর প্রভাবে কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টি এবং বন্যার ঝুঁকিও বাড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত দেখা যায়, আবার অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় খরার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই বৈপরীত্যই এল নিনোকে একটি জটিল ও প্রভাবশালী ঘটনা করে তুলেছে।

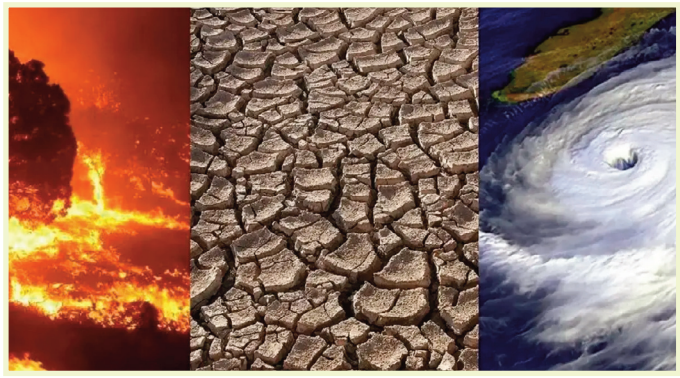

অঞ্চলে সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এই উষ্ণতা বিশ্বের আবহাওয়ার প্যাটার্নকে বদলে দেয়। ২০২৩-২৪ সালের এল নিনো ইতিমধ্যেই বিশ্বে তাপপ্রবাহ, খরা এবং অস্বাভাবিক বৃষ্টির নজির তৈরি করেছিল। তাই ২০২৬-এর সম্ভাব্য এল নিনো নিয়ে আগাম উদ্বেগ বাড়ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এল নিনোর শক্তি নির্ভর করে সমুদ্রের তাপমাত্রা কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কতদিন তা স্থায়ী হচ্ছে তার ওপর। যদি তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেটিকে ‘স্ট্রং’ বা ‘সুপার’ এল নিনো বলা হয়;যাকে অনেকে ‘গডজিলা’ ইভেন্টও বলে থাকেন। ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১৫-১৬ সালের এল নিনো এমনই শক্তিশালী ছিল, যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এল নিনো বছরের সময় ভারতীয় বৃষ্টি বা মনসুন দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে বড় ধাক্কা লাগতে পারে, বিশেষ করে ধান, ডাল এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদনে প্রভাব পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দামও বাড়তে পারে, যা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, এল নিনোর প্রভাবে কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টি এবং বন্যার ঝুঁকিও বাড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত দেখা যায়, আবার অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় খরার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই বৈপরীত্যই এল নিনোকে একটি জটিল ও প্রভাবশালী ঘটনা করে তুলেছে। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাগুলির জন্যও এল নিনো গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সার্ফিং স্পটগুলিতে ঢেউয়ের ধরন এবং শক্তি বদলে যেতে পারে। কিছু জায়গায় বড় এবং শক্তিশালী ঢেউ তৈরি হতে পারে, যা সার্ফারদের জন্য আকর্ষণীয় হলেও ঝুঁকিপূর্ণও বটে। আবার কোথাও ঢেউ কমে গিয়ে প্রভাব ফেলতে পারে পর্যটনে। তবে এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না ২০২৬-এর এল নিনো কতটা শক্তিশালী হবে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি ধীরে ধীরে তৈরি হতে পারে এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রভাব স্পষ্ট হবে। আবহাওয়াবিদরা সমুদ্রের তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন এবং বাতাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছেন। সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর সম্ভাব্য এল নিনো বিশ্ব অর্থনীতি, কৃষি এবং দৈনন্দিন জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখা জরুরি;কারণ এটি শুধু একটি আবহাওয়ার ঘটনা নয়, বরং বিশ্বের প্রভাব বিস্তারকারী একটি শক্তিশালী জলবায়ু সংকেত।

হরমুজ পেরোতে ১৮.৮ কোটি টাকার মাশুল !

যুদ্ধের খরচ তুলতে নয়া ঘোষণা ইরানের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চাপ বাড়াতে হরমুজ প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করল ইরান। এবার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সরু জলপথ অতিক্রমকারী নির্দিষ্ট কিছু জাহাজের ওপর ২০ লাখ ডলার (প্রায় ১৮.৮ কোটি টাকা) মাশুল আরোপ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তেহরান। ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য এবং আইনপ্রণেতা আলাউদ্দিন বোরুজেরদি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম ‘ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান ব্রডকাস্টিং’ (আইআরআইবি)-কে জানিয়েছেন যে, এই বিশাল অঙ্কের মাশুল আদায়ের প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। ‘ইরান ইন্টারন্যাশনাল’-এর একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য সামনে এসেছে। বোরুজেরদির মতে, এই পদক্ষেপটি হরমুজ প্রণালীতে কয়েক দশক পর একটি নতুন সার্বভৌম শাসনব্যবস্থা-র সূচনা করল। তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী অতিক্রমকারী নির্দিষ্ট কিছু জাহাজের কাছ থেকে ট্রানজিট ফি হিসেবে ২০ লাখ ডলার আদায় করাটা ইরানের ক্ষমতারই প্রতিফলন। ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য বোরুজেরদির কথায়, যেহেতু যুদ্ধের খরচ আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই পদক্ষেপ করতে হবে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে ট্রানজিট ফি আদায় করতে হবে। তিনি দাবি করেন যে, এই পদক্ষেপ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্ষুব্ধকর্তৃত্বক্ষুব্ধ-কেই তুলে ধরে।গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া সতর্কবার্তার পরপরই হরমুজ অতিক্রমকারী জাহাজে মাশুল আরোপের ঘোষণা করল ইরান।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়া না হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোগুলোকে নিশানা করবে। ট্রাম্প বলেছিলেন, যদি ইরান প্রণালীটি খুলে না দেয়, তবে আমেরিকা তাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র;শুরুতেই সবচেয়ে বড়টি; ধ্বংস করে দেবে! ইরানি আইনপ্রণেতা বোরুজেরদি ট্রাম্পের সেই হুমকির প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, ইজরায়েলের জ্বালানি পরিকাঠামোও ইরানের নাগালের মধ্যেই রয়েছে, যা ক্ষুণ্নমাত্র এক দিনের মধ্যেইক্ষুণ্ন ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানও ট্রাম্পের হুমকির জবাব দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ তেহরানের নীতি তুলে ধরে তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী ইরানের শত্রুপক্ষ ছাড়া ক্ষুণ্নবাকি সবার জন্যই উন্মুক্তক্ষুণ্ন। তিনি লিখেন, ক্ষুণ্নমানচিত্র থেকে ইরানকে মুছে ফেলার অলীক কল্পনা মূলত একটি ইতিহাস-স্রষ্টা জাতির ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে তাদের চরম হতাশারই বহিঃপ্রকাশ। হুমকি এবং সন্ত্রাস কেবল আমাদের ঐক্যকেই আরও সুদৃঢ় করে। যারা আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, হরমুজ প্রণালী তাদের ছাড়া বাকি সবার জন্যই উন্মুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে দেওয়া এই ধরনের প্রলাপসুলভ হুমকির আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করব।

ট্রাম্পের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ইরান জানিয়েছে, ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালায়, তবে তেল ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘হরমুজ প্রণালী’ অবিলম্বে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তেহরান কার্যত সেই জলপথ বন্ধ করে দিয়েছে! তবে তারা দাবি করেছে যে, তাদের শত্রু রাষ্ট্রগুলো ছাড়া অন্য দেশের জাহাজের জন্য হরমুজ দিয়ে নিরাপদ চলাচলের সুযোগ থাকবে। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়। কিন্তু জাহাজগুলোর ওপর হামলার ঘটনার কারণে বর্তমানে ট্যাঙ্কার চলাচলের প্রায় পুরোটাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/23/2026 3:19 PM Page 4

এনআরসি নোটিশে আতঙ্ক !

কমিশনের স্বীকৃতিতে বৈধ ভোটার সঞ্জু

নয়া জামানা, নদিয়া ঃ দু'দশক আগে কাজের সূত্রে অসমে গিয়েছিলেন নদিয়ার ধুবুলিয়ার বাসিন্দা সঞ্জু শেখ। কয়েক মাস আগে আচমকাই তাঁর হাতে পৌঁছায় এনআরসি-র নোটিস, যা ঘিরে শুরু হয় তীব্র উৎকণ্ঠা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন তাঁকে বৈধ ভোটার ও ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় পুরো ঘটনাপ্রবাহে এসেছে বড় মোড়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে সময় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনআরসি নোটিস পাওয়ার পর থেকে মানসিক চাপে দিন কাটাচ্ছিলেন সঞ্জু। তিনি বলেন, কেন আমাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল জানি না। আমরা ভারতীয়, সমস্ত বৈধ নথি রয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কোনও কারণ নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুবুলিয়া থানার বেলপুকুর পঞ্চায়েতের সোনডাঙ্গা এলাকায় সঞ্জুর বাড়ি। গত বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সহ আরও একজনের নামে এনআরসি নোটিস আসে। প্রায় ১৬ বছর আগে তিনি একবার গুয়াহাটি গিয়ে অল্পদিন কাজ করেছিলেন। এক মাস পরই তিনি ফিরে আসেন এবং তারপর আর অসমে যাননি। কিন্তু গত বছরের ৩ অক্টোবর হঠাৎই তাঁর নামে নোটিস পাঠানো হয়, যেখানে ১০ দিনের মধ্যে পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। যদিও তিনি সেই নোটিসকে গুরুত্ব দেননি।এর কিছুদিন পর বাংলায় শুরু হয় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া। নিয়ম মেনে সমস্ত নথি জমা দেন সঞ্জু। পরবর্তীতে দেখা যায়, তাঁর নাম খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এনআরসি নিয়ে আতঙ্ক কাটিয়ে এখন স্বস্তিতে রয়েছেন তিনি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটি বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির অংশ। অন্যদিকে বিজেপির মতে, নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই করেই ভোটার তালিকা তৈরি করেছে। সিপিএমও পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে।

রাজ্য সড়কে হাতির হানা, থমকালো যান চলাচল

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বানারহাট ব্লকের অন্তর্গত মরাঘাট রেঞ্জ এলাকায় গয়েরকাটা থেকে নাথুয়াগামি যাওয়ার রাজ্য সড়কে, খট্টিমারি ফরেস্টের রাস্তার উপর বেরিয়ে আসে একটি হাতির দল।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোট ছয়টি হাতির একটি দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্য সড়কের উপর। এর মধ্যে দুটি বিশাল দাতাল হাতি ছিল, যাদের বড় বড় দাঁত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে দুদিকে আটকে পড়ে প্রচুর বাক্য ছোট গাড়ি, বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু মানুষ রাস্তার দু ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। এই দৃশ্য দেখে মোবাইল বের করে কেউ কেউ ছবি তুলতে ব্যস্ত। তবে বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় এই ধরনের আচরণে বিপদের আশঙ্কা বারে বলে জানা যায়।প্রায় কিছুক্ষণ ধরে হাতির দলটি রাজ্য সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে তারা পুনরায় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।এই ঘটনায় আবারও স্পষ্ট হয়েছে যে, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সচেতনতা বাড়ানো এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।মূলত এই রাজ্য সড়কটি অত্যন্ত বিপদজনক। এবং রাজ্য সড়কে কুকুরের স্তর নাই বললেই চলে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় খাল খন্ড। আর এটি আরও বিপদের আশঙ্কা যথেষ্টই বেশি।

প্রচার মঞ্চ থেকে পুলিশ আধিকারিকে হুঁশিয়ারি দিলীপের

নয়া জামানা, খড়গপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মাঠে নেমেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার খড়গপুর টাউনে ভোট প্রচারের সময় তিনি পুলিশের উদ্দেশ্যে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন। তিনি অভিযোগ করেন,এখানকার আইসি আমাদের কর্মীদের তুলে নিয়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে কাজ কর, নাহলে গুলি মেরে দেব বলে হুমকি দিয়েছে।মঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, আমি অনেক বড় বড় গুন্ডাকে চোখে চোখ রেখেই দেখে ছি। তৃণমূলের নেতারা তাদের সঙ্গে মাফিয়াদের চামচাগিরি করে জিতেছে। এইবার খড়গপুরে এমন দাদাগিরি চলবে না। বুক চওড়া করে থাকব, হিসাব মিলাব। তিনি ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষমতা দিয়ে অনিয়মের হিসাব নেবে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। তবে ২০২১ সালে বিজেপি তাঁকে এই আসন থেকে প্রার্থী করেনি পরিবর্তে তারকা প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় লড়াই করে জয়ী হন। হিরণকে নিয়ে নানা বিতর্কের কারণে এবার তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং দিলীপ ঘোষকে পুনরায় তাঁর পুরনো কেন্দ্রে আনা হয়েছে।প্রচারে তিনি বলেন,আগে খড়গপুরের মানুষ আমাকে জিতিয়েছিল, সমস্ত অনিয়মের হিসাব সমান করেছি। এবারও তা হবে। খড়গপুরে এসব চলবে না। দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, পুরনো কেন্দ্রে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবারও বিজেপির দখল পুনরায় নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মংপুতে অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত একাধিক বাড়ি ও দোকান

নয়া জামানা ,দার্জিলিং ঃ শৈলশহর দার্জিলিং জেলার শান্ত জনপদ মংপুতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল একাধিক বাড়ি ও দোকান। সোমবার ভোররাতে মংপুর চৌরাস্তা এলাকায় ঘটে যাওয়া এই বিধ্বংসী ঘটনায় চারটি বাড়ি এবং দু'টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি, যা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে প্রশাসনকে।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় থানা ও দমকল বিভাগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে চৌরাস্তা মোড় সংলগ্ন একটি বাড়িতে প্রথম আগুন দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে তা পাশের বাড়ি ও দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। কাঠের তৈরি কাঠামো ও দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়।দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পাহাড়ি ঝোড়ো হাওয়ায় আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কাঠ ও টিনের তৈরি ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হতে শুরু করে। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।তবে ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ঘরের আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি, নগদ টাকা ও দোকানের পণ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়াবে বলে অনুমান।ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা এবং দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি। অনিত থাপা জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ীভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নষ্ট হওয়া নথি পুনরুদ্ধারে প্রশাসন সাহায্য করবে।

কেশিপুরে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ ডেবরার কেশিপুর গ্রামের পুলিন মোড় সংলগ্ন এলাকায় এদিন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সৌজন্যে এক বর্ণাঢ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সেরা ৮টি দল নিয়ে আয়োজিত, এই প্রতিযোগিতা ঘিরে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ফাইনাল ম্যাচে আগারবাড় ইলেভেন দুরিয়া এফসি-কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রানার্স-আপ হয় দুরিয়া এফসি। জয়ী দলকে পরবর্তী পর্যায়ে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী যুগল প্রধান মহাশয়।তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে বলেন, গ্রামীণ স্তর থেকে এমন উদ্যোগই ভবিষ্যতের প্রতিভা গড়ে তোলে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ব্যাক টু ভিলেজ সংস্থা এবং সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিল অভুদয় সংস্থা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/23/2026 3:19 PM Page 5

উনিশ শতকের নবজাগরণের সাক্ষী

উত্তর ২৪ পরগনার ধান্যকুড়িয়া

ধরুন, কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছেন অনেক দূরে। তা প্রায় ৫০ কিমি। বারাসত-টাকি রোড ধরে বসিরহাট যাওয়ার মাঝপথে আপনার চোখ আটকে গেল বিরাট এক সিংহদুয়ারে। গাড়ি থেকে নেমে ততক্ষণে আপনি পৌঁছে গিয়েছেন ফটকের একদম সামনে। মূল ফটকের ওপরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটি মূর্তি। দুজন ইংরেজ যেন লড়াই করছে এক সিংহের সঙ্গে। আর গেট পেরিয়ে ওপারে উঁকি দিচ্ছে আস্ত একটা প্রাসাদ! কলকাতা থেকে এতখানি দূরে, প্রায় অজপাড়াগাঁ একটি জায়গায় এরকম একটি দৃশ্য হয়তো আপনি কল্পনাও করেননি। আসন্ন সন্ধের অন্ধকার অবসরে, আবছা আলোতে আপনি প্রাসাদের সামনের ঝিলে মিশে যেতে দেখবেন তার ই প্রতিচ্ছায়া। আপনার মনে হবে, সময়ের গোলকধাঁধায় পড়ে আপনি চলে এসেছেন উনিশ শতকের কোন গ্রামে। ঝুপ করে সন্ধে নামবে এক্ষুনি, জ্বলে উঠবে ঝাড়লণ্ঠন। চারদিক সুগন্ধে আমোদিত করে শুরু হবে বাঈজিদের নাচ।

গাইন ক্যাসেল

গল্পকথা নয়, বহুবছর আগে ছোটোবেলায় প্রথমবারের মতো ধান্যকুড়িয়া গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল খোদ আমার ই। প্রাসাদটি হল ধান্যকুড়িয়ার গাইন ক্যাসেল, যা বর্তমানে পেয়েছে হেরিটেজ বিল্ডিং-এর তকমা। ধান্যকুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত প্রাসাদ ঘেরা এক গ্রাম। যে গ্রামের আনাচে-কানাচে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে উনিশ শতকীয় জমিদারির নিদর্শন। তবে চিরকাল এমনটা ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালি নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি আনুমানিক ১১৪৯ বঙ্গাব্দে সম্ভবত নদিয়া জেলার কোনো এক গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে ধান্যকুড়িয়া গ্রামে আসেন জগন্নাথ দাস। সেই সময় এই অঞ্চল ছিল জলাভূমি ও লবনাক্ত অঞ্চলের জঙ্গলে ভরা। জগন্নাথ দাস ও তাঁর পুত্র রত্নেশ্বরের প্রচেষ্টায় এই স্থানে গ্রামের পত্তন হয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলের এক ই সম্প্রদায়ভুক্ত স্বজাতীয় মানুষজন এই স্থানে বসতি গড়ে তোলে এবং একে অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামকিশোর গাইন ধান্যকুড়িয়ায় পদার্পণ করেন। তিনি সাউ এবং বল্লভদের সঙ্গে মিলে ঘি, গুড় এবং পাটের ব্যবসা শুরু করেন।৩৩ একর জমির ওপর অবস্থিত ধান্যকুড়িয়ার গাইন ক্যাসেল, মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদলে তৈরি। ভারতীয় স্থাপত্য এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের এক চমৎকার মিশেল এই ক্যাসেল। প্রাসাদটির প্রথম দুটি তলায় ইউরোপীয় এবং তৃতীয় তলায় ইসলামিক স্থাপত্যের ছাপ দৃশ্যমান। রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ারও। গাইন পরিবারের আদিপুরুষ গোবিন্দচন্দ্র গাইন ছিলেন পাট ব্যবসায়ী। বিশেষ এক ধরনের সোনালি পাটের উৎপাদন হত অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা অঞ্চলে। সেই পাটের ব্যবসা করেই শ্রীবৃদ্ধি হয় গাইনদের। স্কটল্যান্ডে পাড়ি দিত সেই পাট। ইংরেজদের কাছে বিপুল চাহিদা ছিল তার। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রনাথ গাইন ছিলেন 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স'-এর সদস্য। বাংলার 'জুট লর্ড' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইনি। তাঁর আমলেই ব্যবসা চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছয়। গাইনদের পাটের চাহিদা তখন ইউরোপ জুড়ে। ইংরেজদের সঙ্গে নিত্য ওঠা-বসা ছিল মহেন্দ্রনাথের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য এই বাগানবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্রনাথ গাইন। শোনা যায়, তৎকালীন মার্টিনবার্ন কোম্পানির উদ্যোগে বিশেষ ট্রেন এসে থামতো এই গাইন বাগানবাড়ির সামনের ফটকে। এখানে অবস্থিত স্টেশনের নাম ছিল ধান্যকুড়িয়া গাইন গার্ডেন। ৩৩ একর জমির ওপর অবস্থিত এই বাগানবাড়ি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদলে তৈরি। ভারতীয় স্থাপত্য এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের এক চমৎকার মিশেল এই ক্যাসেল। প্রাসাদটির প্রথম দুটি তলায় ইউরোপীয় এবং তৃতীয় তলায় ইসলামিক স্থাপত্যের ছাপ দৃশ্যমান। রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ারও। ঢোকার গেটের দু-পাশে আছে দুটি খিলান। খিলানের উপরিভাগে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধরত দুই ইংরেজ সৈন্যের মূর্তি। যা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তুলনা করেছিলেন ফ্রেঞ্চ স্থাপত্য 'সান্টো'র সঙ্গে। প্রাসাদের জানালা এবং দরজাগুলি ইউরোপীয় ধরনের খিলানযুক্ত। প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য হল এর করিন্থিয়ান স্টাইলের স্তম্ভ, করবেল ও ক্রেনেল এবং পিনাকল চূড়া বিশিষ্ট ছাদ। গাইন পরিবারের 'কোট অফ আর্মস', ইংরেজি অক্ষর জি ও এস-এর সমন্বয়ে তৈরি একটি জটিল ডিজাইনের নকশা প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান।

বল্লভ বাড়ি

১৯৬০ সালে সরকার এই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। ২০২২ সালে হেরিটেজ তকমা পায় এই ক্যাসেল। ধান্যকুড়িয়া স্টেট ওয়েলফেয়ার হোম ফর গার্লস আগে এই ভবনে অবস্থিত ছিল। ২০১৮ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রাসাদটির মেরামতের কারণে মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে শ্যুটিং হয়েছে বহু কালজয়ী সিনেমার। প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা', গুরু দত্তের 'সাহেব বিবি অউর গোলাম', উত্তমকুমারের 'সূর্যতপা', এমনকী হুগ গ্রান্টের সিনেমা 'লা নুই বেঙ্গলি' বা 'দ্য বেঙ্গলি নাইট'-এর ও শ্যুটিং হয় এই বাগানবাড়িতেই। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের শেষ ছবি 'সত্যান্বেষী'-র শ্যুটিং হয়েছিল এখানে। গাইন পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য মনোজিৎ গাইন জানালেন, কদিন আগেই অনির্বাণ ভট্টাচার্য পরিচালিত সিরিজ 'ভূত তেরিকি'-র শ্যুটিং হয়েছে এখানে।গত বছর নভেম্বর মাসে হঠাৎই আগুন লাগে এই বাগানবাড়িতে। ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং ভবনের একটি অংশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে বন্ধই পড়ে রয়েছে এই ক্যাসেল। স্থানীয় থানার লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। ক্যাসেল বাদে ধান্যকুড়িয়ায় রয়েছে আর ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। গাইন ছাড়াও এই অঞ্চলে আধিপত্য ছিল বল্লভ এবং সাউদের। গ্রামের মূল প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে কিছু দূর গেলেই গাইন, সাউ এবং বল্লভদের প্রাসাদগুলি চোখে পড়বে। ধান্যকুড়িয়া বেণেপাড়া রোডের ধারেই গাইনদের বসতবাড়ি। প্রায় দুশো বছর পুরোনো এই বাড়িটি ইংরেজি অক্ষর 'জ্র' আকৃতির। এর দু-প্রান্তে দুটি গম্বুজ সদৃশ টাওয়ার আছে। বাড়ির মধ্যে আছে একটি ঠাকুরদালান। প্রকাণ্ড বাড়ির বাঁদিকের কোণে রাধারমণ জীউয়ের মন্দির। সেটিও 'জ্র' আকৃতির। বাগানবাড়ির মতোই ফিউশন স্থাপত্যের ছাপ দেখা যায় এই বাড়িতেও। দ্বিতল প্রাসাদটিতে রয়েছে ২১টি আয়োনিয়ান স্তম্ভ। বাড়িতে ঢোকার মূল ফটকের বাঁদিকে দেখা মেলে তিনতলা একটি টাওয়ারের। গম্বুজ বিশিষ্ট এই টাওয়ারের চার কোণে আছে চারটি করিন্থীয় স্তম্ভ। ইউরোপীয় এবং ইসলামীয় স্থাপত্যের অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায় এই টাওয়ারটিতে। এটি 'নজর মিনার' নামে পরিচিত। তিনটি জমিদার বাড়ির মধ্যে এটি একমাত্র নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বর্তমানে বাড়ির একটি অংশে থাকেন গাইন পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম মনোজিৎ গাইন। তিনি পেশায় একজন শিক্ষক এবং লেখক। প্রতিবছর ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয় এখানে। পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। কোনোরকম ভোগ বা রান্না করা সামগ্রী পুজোয় দেওয়া হয় না। হয় না বলি। সন্ধিপুজোয় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয় আজও। প্রথা মেনে নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে গুলি থেকে বন্দুক ছোঁড়া হয়। নবমীতে ধুনো পোড়ানো এবং কনকাঞ্জলির নিয়ম রয়েছে। সে যুগে কাহারদের কাঁধে চেপে প্রতিমা বিসর্জনের নিয়ম ছিল। এই রাজবাড়ির পুজোয় ছিল ইংরেজদের আনাগোনা। বর্তমানে পুজো দেখতে বাইরের দেশ থেকেও ভিজিটররা আসেন।

দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয়

গাইন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা বরাবর ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে সাউ জমিদার বাড়ি। বর্তমানে পরিবারের লোকজন কেউ এখানে থাকেন না। পতিতচন্দ্র সাউ এই বাড়ি তৈরি করেন। বাড়িটিতে প্রবেশদ্বারের মুখেই রয়েছে একটি দুর্গাদালান। পাঁচটি খিলানপথের সারি দিয়ে পৌঁছনো যায় ভিতরে গর্ভগৃহে। প্রতিটি খিলানপথের ওপরে স্টুকো প্লাস্টারের কাজ করা। তবে বর্তমানে তেমন রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবত করা হয় না।শুধুমাত্র মন্দির কিংবা ব্যক্তিগত সুখভোগের অট্টালিকা নয়, গ্রামের উন্নতির জন্য স্কুল, হাসপাতাল এবং গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন এখানকার জমিদাররা। ১৮৮৫ সালে পতিতচন্দ্র সাউয়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ সাউ ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এই রাস্তার উল্টোদিকে পায়ে পায়ে হাঁটলেই বাঁদিকে পড়বে বল্লভ বাড়ি। ছোটোবেলায় শুনতাম, এর নাম নাকি 'পুতুল বাড়ি'। ছাদের ওপরের স্থাপত্যে বেশ কয়েকটি পুতুলসদৃশ মূর্তির উপস্থিতির কারণেই এমন নাম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বাড়িটি তৈরি করেন শ্যামাচরণ বল্লভ। বাড়ির সামনে কাস্ট আয়রনের তৈরি একটি কারুকার্যময় গেট রয়েছে। বাকি দুটি বাড়ির মতো এখানেও রয়েছে একটি দুর্গাদালান। প্রতিবছর আয়োজন হয় পুজোর। ছাদের রেলিংয়ের ওপরে, স্টুকো প্লাস্টারের কাজ করা একটি ময়ূর রয়েছে মাঝ বরাবর। তার ঠিক ওপরে রয়েছে তিনটি মূর্তি। মাঝখানের ভাস্কর্যটি ফর্সা চামড়ার, মাথায় কেপ পরিহিত একটি রাজকীয় ব্যক্তিত্বের। তার দু-পাশে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথায় পাগড়ি পরা দুটি ভারতীয় পুরুষের মূর্তি। অনুমান করা যায়, এটি হয়তো ইংরেজদের প্রতি বল্লভদের আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতীক। এছাড়াও ছাদের রেলিংয়ের দুই প্রান্তে ইউরোপীয় পোশাক পরা দুটি মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। গাইন বাড়ির মতোই এই বাড়ির ডানদিকেও রয়েছে তিনতলা একটি মিনার। যদিও সংস্কারের অভাবে তা জরাজীর্ণ।

ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার

এই রাস্তা বরাবর সোজা গেলে ডান দিকে দেখা মিলবে রাসমঞ্চের। এই গ্রামে বসবাসকারী মানুষজন মূলত 'সৎচাষী' সম্প্রদায়ের। গোটা সৎচাষী সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। শোনা যায়, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কোনো এক শিষ্য ধান্যকুড়িয়া গ্রামে (যেখানে বর্তমানে হাইস্কুল অবস্থিত) একটি মঠ তৈরি করেছিলেন এবং বহুদিন এখানে ছিলেন। পরবর্তীকালে এখানে বহু মানুষ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। রাসমঞ্চটি দোতলা। এখানেও গাইন ক্যাসেলের মতোই পিনাকল ছাদ দেখা যায়। রয়েছে মোট নয়টি চূড়া বিশিষ্ট ছাদ। নিচের তলায় পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে। খিলানের পাশে পাশেই বেশ কয়েকটি করিন্থীয় স্তম্ভ ও বর্তমান। প্রতিবছর রাস উৎসবের সময় এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পুজো করা হয়। গ্রামের মানুষদের কাছে তা একটি বড়ো উৎসব। আশপাশের বহু অঞ্চল থেকে মানুষজন এখানে আসেন রাস উৎসব দেখতে।শুধুমাত্র মন্দির কিংবা ব্যক্তিগত সুখভোগের অট্টালিকা নয়, গ্রামের উন্নতির জন্য স্কুল, হাসপাতাল এবং গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন এখানকার জমিদাররা। ১৮৮৫ সালে পতিতচন্দ্র সাউয়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ সাউ ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য পাঁচ একর জমির উপর তিনি স্কুল এবং ছাত্রাবাস গড়ে তোলেন। এবং যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নারীশিক্ষার প্রসারে শ্যামাচরণ বল্লভের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন দাক্ষায়নী বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমান সময়েও স্কুলটি চালু রয়েছে। গাইনবাড়ি থেকে বল্লভবাড়ি যাওয়ার মধ্যবর্তী রাস্তার বাঁদিকে স্কুলটি অবস্থিত। এছাড়াও রয়েছে সাউ এবং বল্লভদের তৈরি গ্রন্থাগার।

ধান্যকুড়িয়া রাসমঞ্চ

সবমিলিয়ে উনিশ শতকের নবজাগরণের যে আঁচ সারা বাংলায় পড়েছিল, তারই নমুনা হয়ে এখনও রয়ে গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার এই গ্রামটি। কলকাতা থেকে দূরত্ব বেশি নয়। ট্রেনে দুই ঘণ্টা। কখনও চাইলে ঘুরে যেতে পারেন এখানে। গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আপনারও মনে হতে পারে, পৌঁছে গিয়েছেন সময়ের কোন সুদূর অন্তরালে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।